চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৩ জুন ২০২২

আন্তঃনগর নন্দিত অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় মেয়র

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তরান্বিত হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন,দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা না গেলে যত উন্নয়ন হোক না কেন এসব উন্নয়ন দৃশ্যমান হবে না। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশের অনেক এলাকা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তা মডেল হিসেবে ব্যবহার করে। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও কক্সবাজার পৌরসভা জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে যা ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার টেকসই উন্নয়নে ইউএনডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে যে সহায়তা করছে তা অভিনন্দনযোগ্য। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিজয়নগরে দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায় ২৮ শতক ভূমি তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য প্রদান করেছে। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ইউএনডিপির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প মূল্যে ফ্ল্যাট নির্মাণের কার্যক্রমও হাতে নিয়েছে। এ কার্যক্রম সফল হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তরান্বিত হবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আজ বিকেলে কক্সবাজার পৌরসভার উদ্যোগে আন্তঃনগর নন্দিত অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব মোহাম্মদ আবুল হাশেম, কক্সবাজার পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহানা আক্তার পারভীন, কাউন্সিলর আকতার কামাল আজাদ, মোহাম্মদ হানিফ, আব্দুল্লাহ-আল-নোমান ইউএনডিপি ম্যানেজার সরোয়ার হোসেন খান প্রমুখ।

ইউএনডিপি কক্সবাজার পৌরসভা কাউন্সিলর আখতার হোসেন খান বলেন, পর্যটন নগরী কক্সবাজারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরবৃন্দ সফর করে কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আমরাও চট্টগ্রামে এসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কতৃর্ক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করেছে তা অবলোকন করে নিজেদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছি এবং আগামীতে এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরো উন্নততর কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

নগরীর বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের
সাইন বোর্ডে বাংলা ব্যবহারে নির্দেশ মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, ৫২'র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন না হওয়া দুঃখজনক। তিনি বলেন, মানুষ নিজে থেকে ভাষার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন না হলে আইন প্রয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন। বাংলা ভাষা ব্যাতিত অন্য ভাষার সাইন বোর্ডের বিরুদ্ধে চসিক ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অভিযান অব্যাহত রেখেছে। যতদিন নগরীর দৃশ্যমান বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড বাংলা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না ততদিন ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জরিমানা আদায়সহ অপসারণের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মেয়র বলেন, আগামী জুলাই থেকে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন বা নতুন লাইসেন্স ইস্যু করবে তাদের সাইনবোর্ড না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। অন্যথায় লাইসেন্স নবায়ন ও ইস্যু করা হবেনা। আজ সোমবার সকালে টাইগারপাসস্থ নগর ভবনের মেয়র দপ্তরে সর্বত্র বাংলা প্রচলন উদ্যেগ'র কমিটির আহবায়ক ডা. মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে প্রদানকৃত স্মারকলিপি গ্রহণকালে তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় বাংলা প্রচলন উদ্যোগের মুশিউর রহমান খান, জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী, আবুল বাসার, কাউছার উদ্দিন, লায়ন ডা. আর কে রুবেল, দিনরুবা খানম, নিজাম উদ্দিনম বক্তব্য রাখেন।

বীরমুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান বলেন, দেশের সংবিধান ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষা আইন ও ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুসারে স্থানীয় সরকার সমুহের উপর ন্যস্ত করেছে। চসিক ইতোমধ্যে নামফলকে বাংলা ভাষা ব্যবহারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ জন্য বাংলা প্রচলন উদ্যোগের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই ধন্যবাদ। আমি আশা করি চসিক আরো উদ্যোগী হয়ে আইন ও আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করবে। মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বাংলা প্রচলন উদ্যেগ'র কমিটির বক্তব্য শ্রবন করে চট্টগ্রাম নগরীতে নাম ফলক বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত
বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ
৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা জরিমান আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে রাজস্ব সার্কেল-৭ এর আওতাধীন কর্ণফুলী মার্কেট ও পাঠানটুলী চৌমুহনী এলাকায় পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ৬৯ হাজার ১ শত ৭৫ টাকা, আয়কর বাবদ ৬৯ হাজার টাকা ও ভ্যাট বাবদ ৭ হাজার ৮ শত ৭৫ টাকা আদায় করা হয়। সে সময় রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনার করে চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৬ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১৫ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা করা হয়।

অন্যএক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে রাজস্ব সার্কেল-১ এর আওতাধীন নাসিরাবাদ ও মুরাদপুর মহল্লায় পরিচালিত অভিযানে বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ১ লক্ষ ৯ হাজার ৬ শত টাকা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ৪৯ হাজার ৭ শত টাকা, আয়কর বাবদ ৩৩ হাজার টাকা ও ভ্যাট বাবদ ৫ হাজার ৪ শত ৭৫ টাকা আদায় করা হয়। আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ৭ ব্যক্তিকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ের এই অভিযান চলমান থাকবে। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩